বাংলাদেশ স্পাইন সোসাইটি

গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ স্পাইন সোসাইটি
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর)
শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা, বাংলাদেশ
ই-মেইল: bangladeshspinesociety@gmail.com

Bangladesh Spine Society
National Institute of Traumatology & Spine Rehabilitation (NITOR)
Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Bangladesh,
E-mail: bangladeshspinesociety@gmail.com

গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ স্পাইন সোসাইটি

১ম প্রকাশ (ইংরেজীতে) ২৬ শে জানুয়ারী ২০০৮ ইং
২য় সংস্করণ (বাংলায়)
৩য় সংশোধনী-

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ স্পাইন সোসাইটি
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান
শের-ই-বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭

প্রকাশকাল-

তৃতীয় সংশোধনী

উপক্রমনিকা

গঠনতন্ত্র একটি সংগঠনের মেরুদন্ড। গঠনতন্ত্রের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে “বাংলাদেশ স্পাইন সোসাইটি” দেশব্যাপী সুসংগঠিত হইবে এবং স্পাইন সার্জনগণ নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি করিয়া পেশার মর্যাদা ও উৎকর্ষ রক্ষায় সচেষ্ট হইবে - এ প্রত্যাশা সকলের।

বাংলাদেশ স্পাইন সোসাইটি কার্যনির্বাহী কমিটি বিদ্যমান গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া গত ১৭/০১/২০২১ ইং তারিখের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি গঠন করে। আমরা উক্ত কমিটির সদস্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মূল ধারাসমূহ অপরিবর্তিত রাখিয়া চিকিৎসা বিষয়ক অন্যান্য সোসাইটির গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা করিয়া বর্তমান গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং পূনর্বিন্যাস করিয়া ৩য় (তৃতীয়) সংশোধনী সম্পন্ন করিয়াছি।

বাংলাদেশ স্পাইন সোসাইটির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ডাঃ খন্দকার আব্দুল আউয়াল রিজভী, মহাসচিব অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সহ কার্যনির্বাহী পরিষদ ও সাধারন পরিষদের সকল সদস্যবৃন্দ আমাদের সার্বক্ষনিক সহযোগিতা করিয়াছেন তাহাদের প্রতি জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা।

সংশোধনীর সময় যথেষ্ট সতর্কতার পরেও কিছু ভুল ভ্রান্তি থাকিয়া যাইতে পারে। এ ব্যাপারে সকলের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হইবে। বর্তমান সংশোধনী গ্রহণযোগ্য হইলে আমাদের এ পরিশ্রম সার্থক হইবে।

অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ সহিদুল ইসলাম	-	সভাপতি
অধ্যাপক ডাঃ মোঃ কামরুল আহ্সান	-	সদস্য সচিব
অধ্যাপক ডাঃ কাজী শামীমউজ্জামান	-	সদস্য
ডাঃ মোঃ ইউসুফ আলী	-	সদস্য

৩য় গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি
বাংলাদেশ স্পাইন সোসাইটি

প্রথম অধ্যায়

প্রস্তাবনা ও মূলনীতি

১। নাম : বাংলাদেশ স্পাইন সোসাইটি।
ইংরেজীতে : Bangladesh Spine Society (BSS).
২। নিবন্ধিক কার্যালয়: সোসাইটির নিবন্ধিত কার্যালয় হইবে ঢাকায়।
৩। ভাষা : নথিপত্রের ভাষা হইবে বাংলা এবং ইংরেজী (যেখানে যাহা প্রযোজ্য)
৪। প্রতীক : সোসাইটির ১টি প্রতীক থাকিবে যাহা নিম্নরূপ:

৪.১ একটি ডিম্বাকার বৃত্ত থাকিবে যাহার পরিধিতে Bangladesh Spine Society ইংরেজীতে লেখা থাকিবে।

৪.২ বৃত্তের নিচে ইংরেজীতে BSS লেখা থাকিবে যাহা দ্বারা Bangladesh Spine Society বুঝাইবে।

৪.৩ বৃত্তের ভিতরে:
ক) একটি মানুষের দেহের স্পাইনের ছবি থাকিবে।
খ) বৃত্তের নিচের অংশে ESTD 2008 লেখা থাকিবে।

৫। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

৫.১ বাংলাদেশের স্পাইন সার্জনগণের মধ্যে ঐক্য, চেতনা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা সৃষ্টি এবং রক্ষা করা।

৫.২ বাংলাদেশের স্পাইন সার্জনগণের পেশাগত স্বার্থ, অধিকার এবং আত্মরক্ষার অগ্রাধিকার সৃষ্টি করা।

৫.৩ স্পাইন সার্জনগণের সম্মান ও আভিজাত্য রক্ষা করা।

৫.৪ স্পাইন চিকিৎসার উপর বক্তৃতা, আলোচনা, কনফারেন্স ও ওয়ার্কশপের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং এ লক্ষে স্পাইন চিকিৎসকদের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের সহযোগিতা ও ব্যবস্থা করা।

৫.৫ স্পাইন বিষয়ের উপর বিভিন্ন গবেষণা কর্ম গ্রহণ করা।

৫.৬ বাংলাদেশের জনগনের জন্য স্পাইন সেবার উন্নয়ন এবং জনগন যাহাতে পঙ্গুত্বের মতো রোগগুলো হইতে রক্ষা পায় সে জন্য গণ প্রচারনা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৫.৭ স্পাইনের রোগে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা, রোগমুক্তকরণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য দেশি-বিদেশী বিভিন্ন তথ্যাবলী সংগ্রহ ও সরবরাহ করা।

৫.৮ স্পাইন রোগীদের চিকিৎসা সুবিধা ও সেবা দেওয়ার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা ও গড়ায় সাহায্য করা।

৫.৯ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহে একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে একত্রিত হওয়া।

৫.১০ চিকিৎসক, ছাত্র, সেবিকা, সমাজকর্মী এবং অন্যান্যদের স্পাইনের রোগ বিষয়ে প্রশিক্ষিত করে তোলা।

৫.১১ কার্যক্রমের সুবিধার্থে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা। সার্বিক সমাজ উন্নয়নে কল্যাণকর কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়ন। সরকারী ও বেসরকারী সকল সংস্থার সাথে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে সম্পর্ক স্থাপন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
সোসাইটির আয়-ব্যয় ও সম্পত্তি

৬। <u>সোসাইটির আয় :</u>

নিম্ন বর্ণিত উৎস হইতে সোসাইটির আয় হইবে।

৬.১ ধারা এবং উপধারার বর্ণনানুযায়ী প্রত্যেক সদস্য সোসাইটিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ চাঁদা প্রদান করিবেন। বর্ণিত চাঁদা নির্বাহীপরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রদান করিতে পারিবেন।

৬.২ দানশীল ব্যক্তি বা দেশি ও বিদেশী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিশেষ অনুদান।

৬.৩ বাংলাদেশ সরকার থেকে কোন অনুদান।

৬.৪ সোসাইটির গ্রন্থনা/প্রকাশনা, ট্রেনিং কার্যক্রম, গবেষনা কার্যক্রম, কনসালটেন্সী থেকে আয় ও বিনিয়োগ থেকে আয়।

৬.৫ বিভিন্ন কনফারেন্স হইতে আয়।

৬.৬ সহযোগী সংস্থার নিকট হইতে পাওয়া চাঁদা।

৬.৭ নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে এ ধরনের অন্য উৎস হইতে আয়।

৭. **সোসাইটির ব্যয়ঃ**

৭.১ বিধিবদ্ধ কোন সূত্র হইতে আয় ও সম্পত্তি সোসাইটির স্মারক লিপিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে শুধুমাত্র ব্যয় করা যাইবে এবং কোন অবস্থাতেই ইহার কোন অংশ সরাসরি লভ্যাংশ বা বোনাস বা অন্য কোন লাভ হিসাবে ইহার সদস্যগণের কিংবা প্রাক্তন সদস্যদের কিংবা তাহাদের মাধ্যমে কোন ব্যক্তির মুনাফা হিসাবে প্রদান করা যাইবে না।

৭.২ সোসাইটি মনে করিলে চিকিৎসা, স্বাস্থ্য ও এ জাতীয় অন্যান্য কার্যক্রমে সময়ে সময়ে সোসাইটির নিজস্ব তহবিল হইতে প্রয়োজনীয় টাকা অনুমোদন দিতে পারিবে।

৭.৩ সোসাইটি তাহার নিজের প্রয়োজনে যে কোন স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি ভাড়া গ্রহণ, অন্য কোনভাবে যে কোন স্বত্ব গ্রহণ বা শর্তাধীনে বিনিময় অধিকার সংরক্ষণ করে।

৭.৪ সোসাইটি তাহার নিজের প্রয়োজনে যে কোন দালান অবকাঠামো তৈরী, সংরক্ষণ, উন্নয়ন, মেরামত করিতে পারিবে।

৭.৫ সোসাইটি মনে করিলে উহার উদ্দেশ্য পূরণে এখনই কাজে লাগিতেছে না এমন কোন সম্পদ/ অর্থ লাভজনক বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

৭.৬ বিনিয়োগকৃত অর্থ সোসাইটির প্রয়োজনে যে কোন সময় উত্তোলন করিতে পারিবে।

৭.৭ পরিপূর্ণ বা আংশিক ভাবে সোসাইটির লক্ষ্য সমূহের সহিত সামঞ্জস্য রহিয়াছে এমন রেজিষ্ট্রিকৃত বা অরেজিষ্ট্রিকৃত যে কোন সংগঠনকে সাহায্য প্রদান, অনুদান প্রদান ও সহযোগিতা করিতে পারিবে।

৮. <u>তহবিল:</u>

৮.১ সোসাইটির সব ধরণের টাকা কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক গৃহীত হইতে হইবে এবং নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত নির্দিষ্ট ব্যাংকে জমা করিতে হইবে।

৮.২ ব্যাংক হিসাব হইতে উত্তোলিত না হইয়া কোন খরচ করা যাইবে না।

৮.৩ কোষাধ্যক্ষ যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণ করিবেন ও আয় ব্যয়ের নিরীক্ষিত প্রতিবেদন বাৎসরিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করিবেন।

৯. <u>ব্যাংকের হিসাব পরিচালনা:</u>

৯.১ বাংলাদেশ স্পাইন সোসাইটির নামে ঢাকায় যে কোন সুবিধাজনক বাণিজ্যিক ব্যাংকে এক বা একাধিক একাউন্ট পরিচালনা করা হইবে।

৯.২ ব্যাংকের হিসাব নিম্নবর্ণিত তিনজন পরিচালনা করিবেন।
ক) কোষাধ্যক্ষ
খ) মহাসচিব
গ) প্রেসিডেন্ট

৯.৩ ব্যাংক হইতে অর্থ উত্তোলনের সময় কোষাধ্যক্ষ এবং অন্য যে কোন একজনের স্বাক্ষরে একাউন্ট পরিচালিত হইবে। কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর অত্যাবশ্যকীয়।

১০. <u>বার্ষিক বাজেট:</u>
চলতি বৎসরের জন্য সোসাইটির বাৎসরিক বাজেট, কোষাধ্যক্ষ মহাসচিবের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে নির্বাহী পরিষদে আলোচনা ও চূড়ান্ত করিবার জন্য উপস্থাপন করিবেন এবং তাহা পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত হইতে হইবে।

১১. <u>নিরীক্ষক নিয়োগ:</u>

১১.১ প্রত্যেক বৎসর কার্যনির্বাহী পরিষদ নিরীক্ষক নিয়োগ করিবেন। নিরীক্ষক সোসাইটির যাবতীয় হিসাব ও প্রকাশনা নিরীক্ষণ করিবেন এবং তাহার সম্মানী/ভাতা নির্বাহী পরিষদ নির্ধারণ করিবেন।

১১.২ নিরীক্ষকের কর্তব্য: কার্যনির্বাহী পরিষদের আদেশে বৎসরের শেষে বা মাঝে মাঝে হিসাব নিরীক্ষণ করিবেন এবং তাহা অনুমোদনের জন্য প্রত্যয়ন দিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ
বিভিন্ন শব্দ সমূহের ব্যাখ্যা

১২. নিম্নলিখিত শব্দ ও বক্তব্য পার্শ্বে লিখিত অর্থ বুঝাইবে ঃ

১২.১ "BSS" প্রতীক বলিতে বাংলাদেশ স্পাইন সোসাইটি বুঝাইবে।

১২.২ "কমিটি" বলিতে সংগঠনের কার্য নির্বাহী পরিষদ বুঝাইবে।

১২.৩ "সোসাইটি" বলিতে বাংলাদেশ স্পাইন সোসাইটি বুঝাইবে।

১২.৪ "নিয়মাবলী" বলিতে সোসাইটির ধারা সমূহে বর্ণিত নিয়মাবলী বুঝাইবে।

১২.৫ "উপধারা সমূহ" বলিতে সোসাইটির গঠনতন্ত্রে বর্ণিত উপ-ধারা সমূহ বুঝাইবে।

১২.৬ "জার্নাল" বলিতে সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত অনুমোদিত জার্নাল বুঝাইবে।

১২.৭ "গঠনতন্ত্র" বলিতে বাংলাদেশ স্পাইন সোসাইটি পরিচালনার জন্য বিধিবদ্ধ নিয়ম ও নীতিমালা সম্মিলিত একটি প্রকাশনাকে বুঝাইবে যাহা নিবন্ধিত আজীবন সদস্যগণ দ্বারা অনুমোদিত।

১২.৮ "সদস্য বই" বলিতে এমন একটি নিবন্ধন বই বুঝাইবে যাহা স্পাইন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, আজীবন ও সম্মানিত সদস্যগণের সদস্য নং, নাম, যোগ্যতা, ছবি, জন্মতারিখ ও পূর্ণ ঠিকানা বহন করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সদস্য

১৩. সদস্যঃ
একজন অর্থোপেডিক ও নিউরোসার্জারী চিকিৎসায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী চিকিৎসক (বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত) যিনি নির্ধারিত নিয়ম নীতি অনুযায়ী বাংলাদেশ স্পাইন সোসাইটির সদস্য পদ গ্রহণ করিয়াছেন তাহাকে বুঝাইবে।

১৩.১ সদস্যপদ পদের যোগ্যতাঃ

নতুন সদস্যঃ
দেশে অথবা বিদেশের যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অর্থোপেডিক, স্পাইন ও নিউরোসার্জারী চিকিৎসায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা ডিপ্লোমা (বি.এম.ডি.সি কর্তৃক স্বীকৃত) প্রাপ্ত চিকিৎসক যিনি স্পাইন সার্জারীতে ৬ (ছয়) মাস প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিয়াছেন তিনি সোসাইটির সদস্য হইতে পারিবেন।

১৩.২ বাংলাদেশ স্পাইন সোসাইটির কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়/ইনষ্টিটিউট/মেডিকেল কলেজ/ প্রতিষ্ঠান থেকে ৬ (ছয়) মাসের প্রশিক্ষণ থাকিতে হইবে অথবা বহিঃ বাংলাদেশ থেকে যে কোন স্বীকৃত সংস্থার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে নুন্যতম ৩ (তিন) মাস প্রশিক্ষণ গ্রহণযোগ্য।

১৩.৩ **পুনঃসদস্য পদ প্রাপ্তিঃ**
ক) যাহার সদস্য পদ নিবন্ধন হইতে বাতিল হইয়াছে তিনি নতুন ভাবে সদস্য ফরম পুরন করিয়া পুনঃসদস্যপদ গ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে বকেয়া চাঁদা পরিশোধের পর নির্বাহী পরিষদ তাহার বকেয়া পূর্ণ বা আংশিক বাদ দেওয়ার অধিকার রাখে।
খ) "সদস্যপদ বাতিলের ধারা" বলে কোন সদস্যের নাম বাদ দেওয়া হইলে পরবর্তী দুই বৎসর বা তাহার পুনঃসদস্যপদ গ্রহণের আবেদনপত্র পাওয়ার পরে অর্ন্তবর্তীকালীন সময়ে সোসাইটির সহিত সু-সম্পর্কের বিবেচনান্তে ৭ (সাত) জন সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে পুনঃসদস্যপদ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৪. সদস্যগণের শ্রেণী বিভাগঃ-

১৪.১ **আজীবন সদস্যঃ** যোগ্যতা সম্পন্ন সার্জন নির্দিষ্ট পরিমান চাঁদা (যাহা পরিবর্তনযোগ্য ও সাধারণ সভায় অনুমোদিত) জমা দিয়া নির্ধারিত উপধারার অনুকূলে আজীবন সদস্য পদ গ্রহন করিতে পারিবেন।

১৪.২ **সহযোগী সদস্যঃ** অর্থোপেডিক ও নিউরোসার্জারীতে এম এস, ডিপ্লোমা এবং এফ সি পি এস অধ্যায়নরত ছাত্রগন/ পাশ করা চিকিৎসকগন, মহাসচিব এর নিকট নির্ধারিত ফরম পুরনের মাধ্যমে বার্ষিক চাঁদা জমা দিয়া দরখাস্ত করিতে পারিবেন। চাঁদার পরিমান নির্বাহী পরিষদ নির্ধারন করিবে। কার্য নির্বাহী কমিটি দরখাস্ত বিবেচনা করিয়া প্রয়োজন মনে করিলে তাহার সদস্য পদ অনুমোদন করিবেন। সহযোগী সদস্যের ভোটাধিকার থাকিবে না এবং নির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পরিবেন না এবং সভা সমূহে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। তাহারা নিধারিত প্রশিক্ষণ (৬ মাস/৩ মাস) সমাপ্তির পর ১৩.১ ও ১৩.২ অনুযায়ী আজীবন সদস্য হইতে পারিবেন।

১৪.৩ **প্রতিষ্ঠাতা সদস্যঃ** সে সকল সদস্যগণ বাংলাদেশ স্পাইন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তারাই প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। তাঁদের ভোটাধিকার এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা থাকবে। উক্ত সদস্য গনের তালিকা এই গঠনতন্ত্রেও ভূমিকার সাথে সংরক্ষিত থাকবে।

১৪.৪ **সম্মানীত সদস্যঃ** যাহারা চিকিৎসা বিজ্ঞান বা পেশাগত ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখিয়াছেন এমন ব্যক্তি সোসাইটির নির্বাহী পরিষদ দ্বারা মনোনীত ও কার্যনির্বাহী সভায় অনুমোদিত হইয়া সদস্য পদ গ্রহন করিতে পারিবেন। সম্মনিত সদস্যকে ভর্তি ফি বা বাৎসরিক চাঁদা প্রদান করতে হবে না।সম্মানীত সদস্যের কোন ভোটাধিকার থাকিবে না এবং সোসাইটির নির্বাহী দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না।

১৫. সদস্যগণের দায়িত্ব ও অধিকারঃ

১৫.১ চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে একজন সদস্য সোসাইটির সদস্যদের সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করিবেন।
১৫.২ প্রত্যেক সদস্যের বিনামূল্যে অথবা সোসাইটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে সোসাইটির প্রকাশনা সমূহ পাওয়ার অধিকার থাকিবে।
১৫.৩ প্রতি সদস্যের সোসাইটির পাঠ কক্ষ ও পাঠাগার ব্যবহার করিবার অধিকার থাকিবে।
১৫.৪ প্রত্যেক সদস্যের সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত সাধারণ ও ক্লিনিক্যাল সভা, বক্তৃতামালা ও প্রদর্শনীতে উপস্থিত ও অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার থাকিবে।
১৫.৫ প্রত্যেক আজীবন সদস্য সোসাইটির নির্বাহী পরিষদ নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার রাখিবেন এবং সোসাইটির নির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইতে পারিবেন।
১৫.৬ প্রত্যেক সদস্য সোসাইটি কর্তৃক সময়ে সময়ে ঘোষিত অন্যান্য সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন।
১৫.৭ সহযোগী সদস্যগন আজীবন সদস্যগনের মতই বার্ষিক সম্মেলন ও বৈজ্ঞানিক অধিবেশন সমূহে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সব সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন। তাহারা ভোট দিতে এবং কার্যালয় দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না।

১৫.৮ সোসাইটির প্রত্যেক সদস্য সোসাইটির সম্পদ বৃদ্ধিতে অবদান রাখিবেন। যতদিন তিনি সদস্য থাকিবেন ততদিন সোসাইটির সম্পদ ও দায় এর জন্য প্রদেয় চাঁদা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৬. সদস্যদের মেয়াদকাল:

সদস্যগণ সদস্যপদে বহাল আছেন বলিয়া বিবেচিত হইবেন, যদি না সোসাইটি কোন কারনে তাহার সদস্য পদ বাতিল বা স্থগিত করেন।

১৭. সদস্যপদ বাতিল:
নিম্নবর্ণিত কারণে সোসাইটি সদস্যপদ বাতিল করিতে পারিবে।

১৭.১ নিয়মিত চাঁদা প্রদানে ব্যর্থতা:
সহযোগী সদস্যগণ নিয়মিত চাঁদা না দেওয়ার জন্য সদস্যের নাম রেজিষ্ট্রার হইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে। যদি চাঁদা তিন মাসের মধ্যে না দেওয়া হয় তাহা হইলে উক্ত সদস্যকে তাহার বকেয়া অবহিত করিয়া ৩০ দিন সময় দিতে হইবে। পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যেও যদি তিনি বকেয়া পরিশোধ না করেন তাহা হইলে তাহার সদস্যপদ বাতিলের যথাযথ ব্যবস্থা কার্যনির্বাহী পরিষদ গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৭.২ পদত্যাগের মাধ্যমে সদস্য পদ বাতিল:
যে কোন সদস্য সোসাইটির মহাসচিব এর নিকট ত্রিশ দিনের আগাম নোটিশ দিয়া পদত্যাগ করিতে পারিবেন। পদত্যাগকারী সদস্য সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে। মহাসচিব উক্ত সদস্য এর বিরুদ্ধে বকেয়া পাওনা ও অভিযোগের একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করিবেন। বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে সোসাইটির নির্বাহী পরিষদ তাহাকে অব্যহতি সনদ পত্র প্রদান করিবেন।

১৭.৩ অনাকাঙ্খিত কারণে বহিস্কার:
যদি কোন কারণে সদস্যের কার্যকলাপ চিকিৎসা পেশাজীবি সমাজের স্বার্থবিরোধী বিবেচিত হয় তাহা হইলে নির্বাহী পরিষদ নিদিষ্ঠ সময়ের মধ্যে উক্ত সদস্যকে লিখিতভাবে জবাবদিহি করিবার সুযোগ দিবেন। তাহার জবাব যদি অসন্তোষজনক হয় তাহা হইলে সোসাইটি তাহাকে পদত্যাগ করিতে অথবা ক্ষমা চাহিত বলিতে পারিবেন। যদি উক্ত সদস্য ক্ষমা চাহিতে অথবা পদত্যাগ করিতে অথবা জবাব প্রদান করিতে অস্বীকৃতি জানান তবে তাহার আত্মরক্ষার সুযোগ হিসাবে ৩ সদস্যের কমিটির মাধ্যমে অস্বীকৃতির কারণ অনুসন্ধান করা হইবে। অনুসন্ধানে তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিলে সোসাইটি হইতে তাহাকে বহিস্কার করিতে পারিবেন।

১৭.৪ যদি কোন নির্বাহী সদস্য প্রেসিডেন্ট বরাবর লিখিত আবেদন প্রেরণ না করিয়া পর পর ৩ টি কার্যনির্বাহী সভায় অনুপস্থিত থাকেন তাহা হইলে তাহাকে কারণ দর্শানোর জন্য ১৫ দিন সময় দিয়া নোটিশ প্রদান করিতে হইবে। যদি তাহার উত্তর নির্বাহী পরিষদের কাছে গ্রহণযোগ্য না হয় অথবা তিনি যথাসময়ে কারণ দর্শাইতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে তাহার নির্বাহী পরিষদ সদস্য পদ বাতিল বলিয়া গণ্য করা যাইবে। পদত্যাগ/বহিস্কার বা মৃত্যুজনিত কারণে নির্বাহী পরিষদের শূন্য পদে পরবর্তী সাধারন বা জরুরী সাধারণ সভায় নির্বাচনে সদস্য নির্বাচন করিতে হইবে।

১৮. সোসাইটির বৎসর:
সোসাইটির হিসাব ও নিরীক্ষা বৎসর ১লা জুলাই হইতে পরবর্তী বৎসরের ৩০শে জুন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
নির্বাহী বিভাগ

১৯. সোসাইটির সাংগঠনিক কাঠামো:
সোসাইটি পরিচালনার জন্য সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ:
ক) সাধারণ পরিষদ
খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ

১৯-ক. সাধারণ পরিষদ: ইহা সোসাইটির সর্বোচ্চ পরিষদ। সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যবৃন্দ ও সকল আজীবন সদস্যবৃন্দ এই পরিষদের সদস্য হইবে। ইহা সোসাইটির সকল ব্যবস্থাপনা ও নীতিমালা নির্ধারণ করিবে। এই পরিষদের নিকট নির্বাহী পরিষদ দায়বদ্ধ থাকিবে।

১৯-খ. কার্যনির্বাহী পরিষদ:

১৯-খ.১ সোসাইটির দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রন সংক্রান্ত ব্যাপারে এমন একটি পরিষদ থাকিবে যাহা কার্যনির্বাহী পরিষদ নামে অবহিত হইবে। কাযনির্বাহী পরিষদ সোসাইটির নিয়ন্ত্রণকারী পরিষদ। প্রয়োজনে সোসাইটির নির্বাহী পরিষদ কর্তার দায়িত্ব পালন করিবে এবং প্রয়োজনে সোসাইটির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নীতিমালা প্রনয়ন করিয়া সাধারণ পরিষদে উপস্থাপন করিবে।

১৯-খ.২ কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ ২ বৎসর। যাহা প্রতি ক্যালেন্ডার বৎসরের ১লা জানুয়ারি হইতে শুরু হইয়া ৩১শে ডিসেম্বর শেষ হইবে।

১৯-খ.৩ সকল বিধি উপবিধি মান্য করিয়া যে কোন আজীবন সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইতে পারিবেন।

১৯-খ.৪ কোন সদস্য কার্যনির্বাহী কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত হইতে পারিবেন না, যদি-

ক) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বা বিকৃত মস্তিষ্ক সাব্যস্ত হন।
খ) নৈতিক বা শিষ্টাচার অপরাধে আদালত কর্তৃক দন্ডিত হন।
গ) সোসাইটির অধীনে কোন লাভজনক কাজ গ্রহণ বা কোন লাভজনক পদের অধিকারী হন।

১৯-খ.৫ কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা হিসাবে নির্বাচিত কেউ সোসাইটির তহবিল হইতে সম্মানী বা বেতন গ্রহণ করিতে পারিবে না।

১৯-খ.৬ কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা:

সোসাইটির কার্যক্রম ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা রাখে।

ক) সোসাইটির যথাযথ কর্ম সম্পাদন, সংরক্ষণ ও প্রশাসনিক কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহন এবং সম্পদ সংগ্রহকরণ।

খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ সোসাইটির তহবিল সংগ্রহ করিবে এবং উহার উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করিবে ও ব্যাংক এ্যাকাউন্ট পরিচালনা করিবে।

গ) প্রয়োজন অনুভব করিলে বিভিন্ন কমিটি, সাব কমিটি ও এ্যাডহক কমিটি গঠন করিবে।

ঘ) সোসাইটি মনে করিলে তাহার স্বার্থরক্ষার্থে সরকার অথবা যেকোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট মেডিক্যাল পেশা ও সেবার ক্ষতির কারন উপস্থাপন করিতে পারিবে।

ঙ) কর্মকর্তা নিয়োগ/বরখাস্ত ও তাহাদের কর্তব্য নির্ধারণ করা এবং কর্মচারীদের বেতনাদি ঠিক করিতে পারিবে।

চ) সোসাইটির যেকোন সদস্যের বিরুদ্ধে অন্যায় ও ইচ্ছাকৃত অবহেলার অভিযোগ থাকিলে এবং সোসাইটি মনে করিলে সংশ্লিষ্ট সদস্যের সদস্যপদ স্থগিত রাখিতে পারিবে।

ছ) পরবর্তী সভার অনুমোদন সাপেক্ষে সোসাইটি প্রয়োজন মনে করিলে কোন সদস্যের অপর কোন পাওনার সম্পূর্ন বা অংশ বিশেষ মওকুফ করিতে পারিবে।

জ) সোসাইটির পক্ষে দাবী আদায় বা ত্যাগ, আপোষ, মামলা মোকদ্দমা দায়ের এবং তদবির করা।

ঝ) সোসাইটির গঠনতন্ত্র ও উপবিধির উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে কার্যনির্বাহী পরিষদ যে কোন রূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে। সোসাইটির সদস্যের বিরুদ্ধে পেশাগত অসদাচরণ, শান্তিভঙ্গ, অসামাজিকতা ও অশুভকর্মের অভিযোগ উঠিলে কমিটি নিজে বা এতদবিষয়ে গঠিত কোন বিশেষ তদন্ত কমিটির সুপারিশে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে ভৎসর্না সহ তাহার উপর আইন ও বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৯-খ.৭ কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্তব্য :

সাধারণ সভার সিদ্ধান্তও কার্যবিধি মান্য করিয়া কার্যনির্বাহী পরিষদ নিম্নলিখিত কার্য করিবে:

ক) বার্ষিক কার্য বিবরনী, হিসাব নিকাশ ও আগামী বৎসরের বাজেট প্রণয়ন করিয়া বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা।
খ) নিরীক্ষকের নিকট হিসাব নিকাশ পেশ এবং নিরীক্ষনের ব্যবস্থা করা।
গ) সদস্যের তালিকা বহি প্রস্তুত করা।
ঘ) যথাসময়ে বার্ষিক সাধারণ সভা বা বিশেষ সভা আহবান করা।
ঙ) অডিটে প্রদর্শিত ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন করা।
চ) সাধারণ ব্যয় ভার পরিচালনার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা।

২০. কার্যনির্বাহী পরিষদ এর অবকাঠামো

কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যা: ৩১ জন

১) প্রেসিডেন্ট (President): ১ (এক) জন। যিনি ঢাকা সিটিতে কর্মরত এবং বসবাসরত।
২) ইমিডিয়েট পাষ্ট প্রেসিডেন্ট (Immediate Past President): ১ (এক) জন।
৩) প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট (President Elect): ১ (এক) জন। যিনি ঢাকা সিটিতে কর্মরত এবং বসবাসরত।
৪) ভাইস প্রেসিডেন্ট (Vice President): ২ (দুই) জন।
৫) মহাসচিব (Secretary General): ১ জন যিনি ঢাকায় কর্মরত এবং বসবাসরত।
৬) কোষাধ্যক্ষ (Treasurer): ১ জন যিনি ঢাকায় কর্মরত এবং বসবাসরত।
৭) যুগ্ম মহাসচিব (Joint Secretary General): ২ (দুই) জন।
৮) সাংগঠনিক সম্পাদক (Organizing Secretary): ১ (এক) জন।
৯) প্রকাশনা সম্পাদক (Publication Secretary): ১ জন।
১০) দপ্তর সম্পাদক (Office Secretary): ১ (এক) জন যিনি ঢাকা সিটিতে কর্মরত এবং বসবাসরত।
১১) বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক (Scientific Secretary): ১ জন।
১২) আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক (International Secretary): ১ জন।
১৩) সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক (Social Welfare Secretary): ১জন।
১৪) সাংস্কৃতিক সম্পাদক (Cultural Secretary): ১ জন।
১৫) সদস্য (Member): ১৫ জন।

২০.১ কার্যনির্বাহী কমিটির গঠন পদ্ধতি:

ক) এই গঠনতন্ত্র গৃহীত হওয়ার পর প্রথমবার নির্বাচনের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, মহাসচিব, কোষাধ্যক্ষ সহ সকল সম্পাদক ও নির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হইবেন। প্রেসিডেন্ট বিনা নির্বাচনেই পরবর্তী কার্যনিবাহী পরিষদে Immediate Past President হিসেবে নির্বাহী পরিষদে অন্তভূক্ত হবেন এবং প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্বভার গ্রহণ করিবেন। পরবর্তী নির্বাচন সমূহে শুধুমাত্র প্রেসিডেন্ট পদ ব্যাতিত অন্যান্য পদে নির্বাচন হবে। মহাসচিব ও কোষাধ্যক্ষ পদে দুইবার এর বেশী একই ব্যক্তি নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।

খ) নির্বাহী পরিষদের কোন পদ শুন্য হইলে পরিষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ সাধারণ সদস্যবৃন্দের মধ্য হইতে কাহাকেও উক্ত পদের কো-অপ্ট করিতে পারিবেন। সভাপতির পদ শুন্য হইলে প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট দায়িত্ব পালন করিবেন।

২০.২ নির্বাহী কর্মকর্তাগণের ক্ষমতা ও কর্তব্য:

ক) প্রেসিডেন্ট:
১. প্রেসিডেন্টের দায়িত্বকাল তাঁর অভিষেক গ্রহণ করা থেকে পরবর্তী নির্বাচন শেষে প্রেসিডেন্ট দায়িত্বভার হস্তান্তর পর্যন্ত।
২. সোসাইটির সব ধরনের সভায়, নির্বাহী পরিষদের সভায় এবং অন্যান্য কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।
৩. সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত বাৎসরিক কনফারেন্স, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে ও কনভেনশনে সভাপতিত্ব করিবেন।
৪. নির্বাহী পরিষদের সহিত আলোচনা সাপেক্ষে সোসাইটির সব ধরণের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রন ও নির্দেশনা দিবেন।
৫. সভার কার্যক্রম নিয়ন্ত্রন, আইন ও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে এবং সংশয়মুক্ত অবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন।
৬. সভার কোন সিদ্ধান্তের জন্য ভোটাভোটি হইলে এবং গৃহীত ভোট সমান সংখ্যক হইলে নিজে সিদ্ধান্তসূচক ভোট দিতে পারিবেন।
৭. কমিটির/সাব কমিটির অতিরিক্ত সদস্য হইবেন।
৮. সোসাইটির নামে ব্যাংক একাউন্টের একজন পরিচালক হইবেন।

খ) Immediate Past President:
১. প্রেসিডেন্ট বিনা নির্বাচনেই পরবর্তী কার্যনিবাহী পরিষদে Immediate Past President হিসেবে নির্বাহী পরিষদে অন্তভূক্ত হবেন।
২. প্রেসিডেন্টকে প্রতিটি কাজে সহায়তা করিবেন।

গ) প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট:
১. প্রেসিডেন্টের মেয়াদ শেষ হইলে প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্বভার গ্রহণ করিবেন।
২. প্রেসিডেন্টকে সোসাইটির কাজে সহায়তা করিবেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা পালন করিবেন।
৩. কোন কারণে প্রেসিডেন্ট দায়িত্ব পালনে অক্ষম হইলে বা অপারকতা প্রকাশ করিলে প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট দায়িত্ব বার গ্রহণ করিবেন এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে কর্মকান্ড পরিচালনা করিবেন।

ঘ) ভাইস প্রেসিডেন্ট:
কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সভায় সভাপতির অনুপস্থিতিতে ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্রমানুযায়ী সভাপতিত্ব করিবেন এবং সভাপতির ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

ঙ) মহাসচিবঃ
১. কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হইবেন।
২. সব রকমের যোগাযোগের জন্য দায়িত্ববান হইবেন।
৩. সোসাইটির সাধারণ খরচ পরিশোধের জন্য বিল অনুমোদন এবং চেক সহি করিবেন।
৪. কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বাৎসরিক হিসাব প্রতিবেদন যাহা অনুমোদনের জন্য যথাযথ নিরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ সভায় পেশ করিবেন।
৫. সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে একটি বাজেট তৈরী করিবেন এবং ইহা বাৎসরিক সাধারণ সভায় পাশ করানোর জন্য উপস্থাপন করিবেন।
৬. কনফারেন্স, বক্তৃতা, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা সহ সভা আহবান এর দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবেন।
৭. সাধারন সভায় এবং নির্বাহী সভায় উপস্থিত হওয়া এবং সভা চলমান রাখার দায়িত্ববান হইবেন।
৮. নির্বাহী সভার অনুমোদনক্রমে কমিটি এবং সাব কমিটির কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগদান করিবেন।
৯. সোসাইটির সদস্যগনের একটি সঠিক এবং হালনাগাদ রেজিষ্ট্রার সংরক্ষণ করিবেন।
১০. সাংগঠনিক সম্পাদকের সহায়তায় সোসাইটি সংগঠিত করে সোসাইটির স্বার্থ রক্ষার জন্য সদস্যপদ গ্রহণে উৎসাহ ও প্রভাবিত করিবেন।
১১. সোসাইটির স্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে যে কোন সদস্যকে নোটিশ প্রদানের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদে প্রস্তাব আনয়ন করিতে পারিবেন।

চ) কোষাধ্যক্ষঃ
১) সোসাইটির আয়-ব্যয়, সম্পত্তি ও দায়ের সকল হিসাব সংরক্ষণ করা।
২) সকল প্রকার পরিচালনা খরচ যথা কর্মচারীদের বেতন, মামলা খরচ, পথ খরচ, ডাক ও ছাপা খরচ, বিজ্ঞাপন খাজনা ইত্যাদি আবশ্যকীয় খরচ নির্বাহ করা।
৩) সদস্যগনের চাঁদা সংগ্রহে দায়িত্ববান হইবেন।
৪) মহাসচিব কর্তৃক কোনও বিল পরিশোধের আদেশনামায় কোন ভুল বা অসংগতি থাকিলে তা সনাক্ত করিয়া উহা মহাসচিব এর নিকট ফেরত দিবেন। চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য ব্যাপারটি প্রেসিডেন্ট এর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।
৫) সোসাইটির হালনাগাদ হিসাব নিকাশ সংরক্ষণ এবং হালনাগাদ হিসাব বই সংরক্ষণ করিবেন।
৬) সোসাইটির নিরীক্ষকের দ্বারা হিসাব নিরীক্ষণ করিবেন।
৭) অর্ন্তবর্তীকালীন হিসাব প্রতিবেদন তৈরী করিয়া নির্বাহী পরিষদ এর নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে।
৮) বাৎসরিক হিসাব প্রতিবেদন এবং ব্যালেন্স সীট গঠন করা যাহাতে সোসাইটির আর্থিক অবস্থা প্রতিভাত হয়। নিয়োগপ্রাপ্ত নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষিত হিসাব বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

ছ) যুগ্ম মহাসচিবঃ
যুগ্ম মহাসচিব মহাসচিবকে কার্য পরিচালনার ব্যাপারে সাহায্য করিবেন এবং মহাসচিবের অবর্তমানে মহাসচিবের দায়িত্বপালন করিবেন।

জ) সাংগঠনিক সম্পাদকঃ
সোসাইটির সাংগঠনিক কর্মে মহাসচিবকে সহায়তা প্রদান করিবেন ।

ঝ) প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদকঃ
সোসাইটির প্রকাশনা ও প্রচারের জন্য দায়িত্ববান থাকিবেন।

ঞ) দপ্তর সম্পাদকঃ
১) অফিসের সকল দলিল দস্তাবেজ/নথিপত্র সংরক্ষণে দায়িত্ববান থাকিবেন।

২) প্রত্যেক সভার নোটিশ, কার্যবিবরণী ও অন্যান্য চিঠিপত্র প্রদান ও সংরক্ষনে দায়িত্ববান থাকিবেন।

ট) আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদকঃ
আন্তর্জাতিক যোগযোগ ও বর্হিঃবিশ্বে বাংলাদেশ স্পাইন সোসাইটির যাবতীয় কর্মসম্পাদনের দায়িত্ব পালন করিবেন।

ঠ) বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক:
সোসাইটির বিজ্ঞান বিষয়ক কর্মকান্ড পরিকল্পনা ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করিবেন।

ড) সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক:
সোসাইটির সমাজকল্যাণ বিষয়ক কর্মকান্ড পালন করিবেন।

ঢ) নির্বাহী সদস্য ঃ
১. নির্বাহী সদস্যগন সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মতামত প্রদান করবেন।
২. কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন।

২১. উপদেষ্টা পরিষদ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদ তাদের পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করার জন্য বয়োজেষ্ঠ স্পাইন সার্জনগনের সমন্বয়ের প্রয়োজনে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবে, যার মেয়াদ হবে ০২ (দুই) বছর। উপদেষ্টা পরিষদের যে সকল সদস্য সোসাইটির সদস্য হিসেবে বহাল আছেন শুধু মাত্র তাহাদেরই ভোটাধিকার থাকিবে। নির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম সভায় উপদেষ্ঠা পরিষদ গঠন করিবে। উপদেষ্ঠা পরিষদে ১ (এক) জন প্রধান উপদেষ্ঠা ও ০৬ (ছয়) জন উপদেষ্ঠা থাবিবেন। নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক উপদেষ্ঠা পরিষদের সদস্যসংখ্যা কম বা বৃদ্ধি করিতে পারেবেন।

২১.১ উপদেষ্টা পিরষদ নিবার্হ পরিষদকে পরামর্শ প্রদান করিবে।

২১.২ সোসাইটির কার্যক্রমে কোন সমস্যা বা জটিলতা দেখা দিলে নির্বাহী পরিষদ নির্বাহী সভায় উপদেষ্ঠা পরিষদকে আহ্বান করিবে। প্রয়োজনে প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে উপদেষ্টাপরিষদ নির্বাহী পরিষদকে সিদ্ধান্ত গ্রহনে সহায়তা করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ

সভা
২২. সভাসমূহ ঃ
ক. সাধারণ পরিষদের সভা ঃ সাধারণ সভা বছরে একবার অনুষ্ঠিত হবে। ৩০ (ত্রিশ) দিনের নোঠিশে সভা আহবান করা যাইবে। মোট সদস্যদের ১/৩ (এক-তৃতীয়াংশ)-সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।
খ. কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা ঃ
কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা বছরে কমপক্ষে ৪ (চার) টি করতে হবে। ৭ (সাত) দিন পূর্বে তারিখ, সময়, স্থান ও এজেন্ডাসহ নোটিশ প্রদান করতে হবে। সভার কোরাম পূর্ণ হবে মোট সদস্যদের ১/৩ (এক-তৃতীয়াংশ)-এর উপস্থিতিতে।
গ. জরুরী সভা ঃ
১. জরুরী সাধারণ সভা ৩ (তিন) দিনের নোটিশ আহ্বান করা যাবে। মোট সদস্যেও ১/৩ (এক-তৃতীয়াংশ)-এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।
২. কার্যকরী পরিষদের সভা সর্বনিম্ন ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে আহ্বান করা যাবে। মোট সদস্যের ১/৩ (এক-তৃতীয়াংশ)-এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।
ঘ. বিশেষ সাধারণ সভা ঃ
যে কোন বিশেষ কারণে সাধারণ সভা ০৭ (সাত) দিনের নোটিশ আহ্বান করা যাবে। তবে এ সভায় বিশেষ এজেন্ডা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না। বিশেষ এজেন্ডার উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করে যথারীতি নোটিশ প্রদান করতে হবে। মোট সদস্যের ১/৩ (এক-তৃতীয়াংশ)-এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।
ঙ. তলবী সভা ঃ
১. প্রেসিডেন্ট, মহাসচিব গঠনতন্ত্র মোতাবেক সভা আহ্বান না করলে কমপক্ষে মোট সদস্যের ১/৩ (এক-তৃতীয়াংশ)-সদস্য স্বাক্ষর করে বিশেষ সাধারণ সভার এজেন্ডা বা উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে সভা আহ্বানের জন্য সংস্থার প্রেসিডেন্ট, মহাসচিবের কাছে আবেদন জমা দিতে পারবেন।
২. প্রেসিডেন্ট, মহাসচিব তলবী সভার আবেদন প্রাপ্তির ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে তলবী সভা আহ্বান না করলে তলবী সদস্যবৃন্দ পরবর্তী মাসে ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে সভা আহ্বান করতে পারবেন। তবে তলবী সভা সংস্থার অফিসে ডাকতে হবে। মোট সদস্যেও ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ)-এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে। উক্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রেসিডেন্ট ও সহাসচিবের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্থাব গ্রহণ করিতে পারিবে।
চ. মূলতবী সভা ঃ
১. সাধারণ সভা কোরামের অভাবে স্থগিত করলে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরবর্তী সভার নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং ঐ স্থগিত

সাধারণ সভা কোরাম না হলে যতজন সদস্য উপস্থিত থাকবেন তাঁদের নিয়েই সভা অনুষ্ঠিত হবে ও তাঁদের মতামত/সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত করা হবে।
২. কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা দুইবার কোরামের অভাবে স্থগিত হলে তৃতীয়বার উপস্থিত সদস্যদের নিয়ে সভা পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে।
ছ. নোটিশঃ
সকল সভাসমূহের নোটিশ সোসাইটির প্যাডে সরাসরি বাহক/ডাক/ই-মেইল এর মাধ্যমে প্রেরণ করিতে হইবে। পাশাপাশি SMS এর মাধ্যমে অবহিত করতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ক্ষুদেবার্তার মাধ্যমে সভা আহবান করা যাবে।

২৩. সভার নোটিশ: মহাসচিব, প্রেসিডেন্ট এর সহিত পরামর্শক্রমে ধারা ২২ মতে সভার নোটিশ প্রদান করিবেন।

২৪. নির্বাহী সভার কার্যক্রম:
ক) নির্বাহী পরিষদের সভায় পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্তসমূহ নিশ্চিত করা হইবে।
খ) সভার সিদ্ধান্ত সমূহ সঠিক ভাবে কার্যবিবরণী বহিতে এবং কম্পিউটারে সংরক্ষন করিতে হইবে এবং পরবর্তী নির্বাহী পরিষদের সভায় প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিশ্চিতকরণ করিতে হইবে।
গ) প্রেসিডেন্ট উপস্থিত সদস্যগনের অর্ধেক এর সিদ্ধান্তক্রমে সভা মূলতবী ঘোষনা করিতে পারিবেন। মূলতবী সভায় শুধুমাত্র শেষ না হওয়া আলোচনা সমুহই আলোচিত হইতে পারিবে।
ঘ) শুধুমাত্র যেখানে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্টতার প্রয়োজন নাই সেখানে একক সংখ্যাগরিষ্টতার মাধ্যমেই সভার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা যাবে।
ঙ) ভোট পক্ষে বিপক্ষে সমান সংখ্যার হইলে প্রেসিডেন্ট ভোট দান করিতে পারিবেন।
চ) যে কোন সদস্যের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগের দরখাস্ত বিবেচনা করিতে পারিবেন।
ছ) নির্বাহী পরিষদ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত ব্যতিত অন্যান্য কমিটি বা সাব কমিটি নিয়োগ বা নির্বাচিত করিতে পারিবেন।
জ) পরবর্তী সময়ের জন্য যেকোন ব্যক্তিকে কার্যালয় কর্মচারীরূপে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবেন।
ঝ) যেকোন বিষয়ে যাহাতে চিকিৎসা পেশা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা সোসাইটির স্বার্থে সরকারের কাছে বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে তুলিয়া ধরা যাইবে।
২৫. তলবী ও মুলতবী সভার কার্যক্রম:
তলবী অথবা মুলতবী সভায় পূর্ব নির্ধারিত বিষয়বস্তু ছাড়া অন্য বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
নির্বাচন

২৬. নির্বাচন কমিশন:
ক) নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক মনোনীত নির্বাচন কমিশন নতুন কার্য নির্বাহী পরিষদ এর নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবেন ও ফলাফল ঘোষনা করিবেন।
খ) সমিতির সকল আজীবন সদস্যদের মধ্য হইতে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাগন মনোনীত হইবে। বর্তমান কার্যকরী পরিষেদের কোন সদস্য নির্বাচন কমিশনের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবেনা।
গ) কমিশনের কর্মকর্তাগন উক্ত নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।
ঘ) নির্বাচন কমিশন নিম্নরূপ হইবে -
১) প্রধান নির্বাচন কমিশনার- ১ (এক) জন।
২) নির্বাচন কমিশনার- ২ (দুই) জন।
ঙ) নির্বাচনের কমপক্ষে ২ (দুই) মাস পূর্বে নির্বাচন কমিশন গঠন করিতে হইবে।
চ) নির্বাচন কমিশন গঠিত হওয়ার পর নির্বাহী পরিষদের নিয়ন্ত্রনমুক্ত থাকিবে।
ছ) নির্বাচন কমিশন গঠিত হওয়ার পর কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে নির্বাচন সম্পন্ন করিবেন।

২৬.১ নোটিশ:
ক) সোসাইটির কর্তৃক সরাসরি অথবা ডাক মারফত প্রতি সদস্যের সদস্য বহিতে উল্লেখিত ঠিকানায় অথবা ই-মেইল ও ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে অথবা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করিতে হইবে।

খ) যদি ডাকের মাধ্যমে পাঠানো হয়ে থাকে তাহা হইলে নিশ্চিত হইতে হইবে যে পত্রে উল্লেখিত ঠিকানাটি যথাযথ হইয়াছে এবং সঠিকভাবে ডাক প্রেরণ করা হইয়াছে।

২৬.২ নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের কমপক্ষে দেড় মাস পূর্বে নির্বাচনী তফসিল ঘোষনা করে প্রতি সদস্যের কাছে প্রেরণ করিবেন এবং নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করিবেন। নোটিশের সাথে নমিনেশন পেপার, প্রত্যাহার পত্র প্রেরণ করিতে হইবে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নোটিশ বোর্ডে ও ওয়েব সাইটে প্রদর্শিত হইবে।

২৭. নির্বাচন জটিলতাঃ

নির্বাচন কার্যক্রমে কোন রকম জটিলতা দেখা দিলে সমাধানের জন্য নির্বাচন ট্রাইবুনাল গঠন করিতে হইবে। নির্বাচন ট্রাইবুনাল ৩ সদস্য বিশিষ্ট হবে, প্রধান উপদেষ্ঠা, সদ্য প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান সমন্বয়ে গঠিত হইবে। যদি কখনও ট্রাইবুনাল সদস্য নিজেই এই ধরণের অভিযুক্ত হন তাহা হইলে তিনি ট্রাইবুনালের সদস্য পদ হারাইবেন। ঐ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের অভিজ্ঞ সদস্য/উপদেষ্ঠা মন্ডলীর সদস্য দ্বারা শুন্য পদ পূরণ করিতে হইবে। ট্রাইবুনাল, নির্বাচন কমিশনের অনুরোধের প্রেক্ষিতে কার্যকরী পরিষদ অনুমোদন দেবেন।
যদি কখনও ট্রাইবুনাল সদস্যগনের মধ্যে মতামতের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় তাহা হইলে ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদানকৃত সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া গন্য করা হইবে। প্রধান উপদেষ্ঠা ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান হইবেন।

২৮. নির্বাহী পরিষদের নির্বাচনঃ

২৮.১ মহাসচিব নির্বাচন কমিশন গঠনের সাথে সাথে নির্বাচন কমিশনের নিকট একটি হালনাগাদ ভোটার তালিকা নির্বাচনের দুই মাস পূর্বে সরবরাহ করিবেন এবং নোটিশ বোর্ড ও ওয়েব সাইটে প্রদর্শন করিবেন। ভোটার তালিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে সদস্যগণ সংশোধনের সুযোগ পাইবেন। ভোটার লিষ্টে নাম আছে এমন ব্যক্তিই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে, মনোনীত হইতে এবং ভোট দিতে পারিবেন।

২৮.২ নির্বাচনের দিন ধার্য্য করে নির্বাচনের কমপক্ষে দেড় মাস পূর্বে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী তফশীল ঘোষনা করিবেন। নির্বাচনের ৩০ দিন পূর্বে নোমিনেশন পেপার জমা দিতে হইবে।

২৮.৩ সম্ভাব্য প্রার্থী নির্দিষ্ট ফরমে নমিনেশন পেপার ও প্রস্তাবনা দিবেন এবং সোসাইটির যে কোন সদস্য নির্বাচনের ৩০ দিন পূর্বে নির্বাচন কমিশনের নিকট পৌঁছাইয়া দিবেন। নির্বাচন কমিশন প্রস্তাবনায় খুঁটিনাটি দেখিবেন এবং নির্বাচনের জন্য বাছাইকৃত প্রার্থীর নাম পরবর্তী ৫ (পাঁচ) কর্ম দিবসের মধ্যে প্রচার করিবেন।

২৮.৪ নির্বাচনে অংশগ্রহনের যোগ্যতাঃ

ক) যে কোন সদস্য সোসাইটির সদস্য প্রাপ্তির ২ (দুই) বৎসর পূর্ণ হইলে নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন। প্রেসিডেন্ট পদের জন্য কমপক্ষে ১০ (দশ) বৎসর, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও মহাসচিব পদের জন্য কমপক্ষে ৭ (সাত) বৎসর সদস্য পদ পূর্ণ হইতে হইবে।
খ) চুড়ান্ত ভোটার তালিকায় প্রদর্শিত ভোটার নং ও নাম ঠিকানাই প্রার্থীর পরিচিতি বলিয়া গন্য হইবে।
গ) নমিনেশন পেপারে প্রার্থী, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীর ভোটার নম্বর, নাম, স্বাক্ষর ও ঠিকানা চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী সঠিক ভাবে উল্লেখ থাকিতে হইবে।

২৮.৫ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সরবরাহকৃত নির্দিষ্ট ফরমে আবেদনের মাধ্যমে যে কোন যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের ২০ দিন পূর্বে প্রার্থীতা প্রত্যাহার (চূড়ান্ত তালিকা প্রচারের ৫ দিনের মধ্যে) করিতে পারিবেন।
২৮.৬ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সর্বশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারীগণের তালিকা নির্বাচনের কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে প্রকাশ করিতে হইবে।

২৮.৭ ভোটার যাহাকে ভোট দিতে ইচ্ছুক তাহার নামে (√) চিহ্ন দিয়া ভোট প্রদান করিবেন।

২৮.৮ নির্বাচন কমিশন মনে করিলে বিশেষ বিবেচনায় পোষ্টার ব্যালটে ভোট প্রদানের অনুমতি দিতে পারিবেন। সদস্যগনদের সরবরাহ করা খামের মুখ বন্ধ করিয়া প্রদানকৃত ভোটের ব্যালট পেপারটি নির্বাচন কমিশন বরাবর সরাসরি অথবা বাহক মারফত নির্বাচনের দিন বিকেল ৪.০০ টার মধ্যে পৌঁছাইতে হইবে, তাহা বিশেষ কারণে নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বেও প্রেরণ করা যাইবে, কোন ক্রমেই বিকেল ৪টার পরে গ্রহণ করা যাইবে না।

২৮.৯ নির্বাচনের সময় শেষে নির্বাচন কমিশন প্রদেয় ব্যালট পেপারের খুটিনাটি দেখিয়া প্রার্থী অথবা প্রার্থী কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তির

সামনে ভোট গণনা করিবেন।

২৮.১০ নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের ফলাফল যথাশীঘ্র সম্ভব এক নাগাড়ে গণনা করার পর ঘোষনা করিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ
সোসাইটির জার্নাল

২৯. বাংলাদেশ স্পাইন সোসাইটির জন্য একটি স্পাইন জার্নাল থাকিবে এবং সম্পাদক মন্ডলী দ্বারা সম্পাদিত হইয়া ইহা নিয়মিত প্রকাশিত হইবে।

২৯.১ জার্নাল এর সম্পাদক মন্ডলী:
কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নিম্নরূপে সম্পাদক মন্ডলী গঠিত হইবে।
ক) সম্পাদক মন্ডলীর চেয়ারম্যান - ১ জন
ক) সম্পাদক - ১ জন
গ) সহযোগী সম্পাদক - ১ জন
ঘ) সহকারী সম্পাদক - ১ জন
ঙ) সদস্য - ৩ জন

২৯.২ সম্পাদক মন্ডলীর দায়িত্ব:
ক) জার্নাল নিয়মিত প্রকাশ করা।
খ) জার্নালে প্রকাশের লেখা সমূহ সম্পাদনা করা এবং প্রকাশের জন্য অনুমোদন বা বাতিল করা। লেখা রিভিউ করার জন্য নিয়ম অনুযায়ী রিভিউআর মনোনীত করে রিভিউ সম্পন্ন করে জার্নাল প্রকাশ করা।
গ) জার্নালের প্রতিটি সংখ্যায় সোসাইটির বিশেষ সংবাদ এবং সংগঠন বিষয়ক প্রচারের জন্য কিছু স্থান বরাদ্দ রাখা যাইতে পারে। এই ধরনের কোন বিষয় না থাকিলে সম্পাদক মন্ডলীর মাধ্যমে উক্ত স্থানে অন্য লেখা প্রকাশ করা যাইতে পারে।

২৯.৩ সম্পাদক মন্ডলীর চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব:

ক) সম্পাদক মন্ডলীর সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং যদি কোন সাব কমিটি থাকে তাহা হইলে তাহারও সভাপতি হইবেন।
খ) জার্নাল প্রকাশনায় সম্পাদক মন্ডলীগনকে সাহায্য সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনা দেবেন।
গ) যে কোন লেখা বা অন্য কোন বিষয় যা প্রকাশের জন্য গৃহীত হইয়াছে, জার্নাল সম্পাদক মন্ডলীর সহায়তায় তাহা মূল্যায়ন, সংযোজন, সংশোধন বা বাতিল করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
সোসাইটির বাৎসরিক কনফারেন্স:

৩০. সোসাইটির পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতি বৎসরে স্পাইন কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হইবে। সোসাইটির নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক স্থান ও সময় নির্ধারিত হইবে। নির্বাহী পরিষদ কর্তক সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হইবে। উক্ত কমিটি সোসাইটির বাৎসরিক কনফারেন্স এর সাংগঠনিক ও বাস্তবায়ন কার্য সম্পাদন করিবেন।

৩০.১ স্পাইন কনফারেন্স সাংগঠনিক কমিটি:
বাৎসরিক স্পাইন কনফারেন্স সংগঠনের একটি সাংগঠনিক কমিটি থাকিবে। নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত নিম্ন বর্ণিত পদ দ্বারা কমিটি গঠিত হইবে।
ক) চেয়ারম্যান ১ জন
খ) সেক্রেটারী ১ জন
গ) জয়েন্ট সেক্রেটারী ২ জন
ঘ) সদস্য ১৫ জন

৩০.২ কনফারেন্স সদস্যগণের তালিকাভুক্তি:
প্রত্যেক সদস্য কনফারেন্সে রেজিস্ট্রেশন করিতে পারিবেন। নির্বাহী পরিষদ প্রত্যেক সদস্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট রেজিস্ট্রেশন ফি নির্ধারণ করিবেন। বিদেশী ডেলিগেট এর জন্য নির্দিষ্ট পরিমান ফি নির্ধারিত থাকিবে। বিভিন্ন কর্মশালায় অংশগ্রহনকারী সদস্যগণের ফি এর ব্যাপারে কার্যকরী পরিষদ সিদ্ধান্ত নিতে পারিবেন। সদস্য ব্যতীত নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্যান্য চিকিৎসকরাও রেজিস্ট্রেশন করিতে পারিবেন।

৩০.৩ কনফারেন্স এর সদস্যগণের অধিকার:
কনফারেন্সের প্রত্যেক সদস্যের বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনায় অংশ গ্রহণের অধিকার
থাকিবে।

৩০.৪ কনফারেন্সের সভাপতি:
কনফারেন্সের সভাপতি হইবেন সোসাইটির প্রেসিডেন্ট।

কনফারেন্সের কার্যক্রম হইবে নিম্নরূপ:
ক) উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।
খ) বিজ্ঞান ভিত্তিক অনুষ্ঠান এবং মেলা (যদি থাকে)।
গ) বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন।
ঘ) কার্যকরী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে সোসাইটির বাৎসরিক সাধারণ সভা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বিবিধ

৩১. সম্বন্ধীকরণ/সংযুক্তকরণ:
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পূরনের নিমিত্তে সোসাইটি যেকোন দেশী বা আন্তর্জাতিক সংস্থার পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্টতার ভিত্তিতে সম্বন্ধীকরণ বা সংযুক্তকরণ করিতে পারিবেন।

৩১.১ পারস্পরিক মতামতের ভিত্তিতে এবং পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লি ষ্টতার ভিত্তিতে সম্বন্ধীকরণ বাতিল করিতে পারিবেন।

৩১.২ নির্বাহী সভার সিদ্ধান্তক্রমে সোসাইটিতে নোটিশ দিয়ে বা না দিয়ে এই ধরণের সংযুক্তের সম্বন্ধীকরণ বাতিল করিতে পারিবেন।

৩১.৩ সোসাইটির সহযোগী সংগঠন: স্পাইন সার্জারীর চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্যান্য সুপার স্পেশালিস্ট সোসাইটিকে শর্ত ও নীতিমালা স্বাপেক্ষে বাংলাদেশ স্পাইন সোসাইটির সহযোগী সংগঠন হিসাবে অনুমতি দিতে পারিবেন। যেমন স্কোলিওসিস সোসাইটি।

৩১.৪ অনুমোদন: সাধারণ সদস্যগণের ১/৩ অংশের স্বাক্ষরে এই গঠনতন্ত্র অনুমোদিত ও গৃহীত হইবে। অত:পর ইহার বিধানবলী সোসাইটির সকল সদস্যের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হইবে।

৩১.৫ স্বারক অনুচ্ছেদ ও উপধারায় সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন: কোন সদস্য প্রয়োজন মনে করিলে সোসাইটির গঠনতন্ত্রের কোন ধারা, উপধারা এর পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের প্রস্তাব বাৎসরিক সভার তিন মাস পূর্বে সোসাইটির কার্যালয়ে জমা দিবেন। বাৎসরিক সভার আট সপ্তাহ পূর্বে সোসাইটির কার্য নির্বাহী পরিষদ সদস্যগনের মধ্যে মতামত এর জন্য প্রস্তাবটি মহাসচিব প্রচার করিবেন। বাৎসরিক সভার ৪ (চার) সপ্তাহ পূর্বে প্রস্তাব সম্পর্কে সদস্যদের মতামত মহাসচিবের নিকট পৌছাইতে হইবে। বাৎসরিক সভার পূর্বে নির্বাহী পরিষদ প্রস্তাবগুলির বিবেচনা করিবেন। মহাসচিব এ সম্পর্কিত সুপারিশ সহ প্রস্তাবগুলি বাৎসরিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করিবেন। যদি সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যদের ২/৩ অংশ ভোটে প্রস্তাবগুলো বিবেচিত হয় তাহা হইলে প্রস্তাবিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।
৩১.৬ গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নাই এমন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গন্য হইবে।

সমাপ্ত